গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
প্রশাসন-১ অধিশাখা

বিষয়: স্বাস্থ্য খাতে দুর্নীতি প্রতিরোধের লক্ষ্যে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক গঠিত "স্বাস্থ্য অধিদপ্তর সংক্রান্ত প্রাতিষ্ঠানিক টিম" এর সুপারিশমালা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি : **মো. আবদুল মান্নান, সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।**
তারিখ : ০১.০৯.২০২০ খ্রিস্টাব্দ
সময় : বেলা ১১:০০ ঘটিকা
স্থান : মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ (কক্ষ নং-৩৩২, ভবন নং-৩, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা)।
উপস্থিতি : পরিশিষ্ট-ক

সভাপতি সভার শুরুতে উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান। তিনি জানান যে, দুদক স্বাস্থ্য খাতে দুর্নীতি প্রতিরোধের লক্ষ্যে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তর সংক্রান্ত প্রাতিষ্ঠানিক টিম গঠন করেছে। প্রাতিষ্ঠানিক টিম অনুসন্ধানপূর্বক একটি সুপারিশমালা প্রণয়ন করেছে। সুপারিশসমূহের বিষয়ে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে এবং কি কি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন আছে তা পর্যালোচনাপূর্বক বাস্তবায়নের জন্য আজকের সভার আয়োজন করা হয়েছে। তিনি জানান যে, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের প্রতিটি কাজে বর্তমানে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরা হচ্ছে। দুদকের প্রাতিষ্ঠানিক টিম কর্তৃক প্রণীত সুপারিশ অনুযায়ী কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। তিনি আলোচ্যসূচী অনুযায়ী সভা পরিচালনা করার জন্য যুগ্মসচিব (প্রশাসন)-কে অনুরোধ করেন।

ক্রমিক নং	আলোচ্যসূচী	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
১.	প্রতিটি সরকারি হাসপাতালে জনসাধারণের দৃষ্টিগোচর ও উন্মুক্ত স্থানে সিটিজেন চার্টার প্রদর্শনের বিধান নিশ্চিতকরণ।	প্রতিটি সরকারি হাসপাতালে জনসাধারণের দৃষ্টিগোচর ও উন্মুক্ত স্থানে সিটিজেন চার্টার প্রদর্শনের বিষয়ে সভাপতি বলেন যে, এ বিভাগের যুগ্মসচিব থেকে অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তাবৃন্দ বিভিন্ন জেলা/উপজেলা পরিদর্শনসহ নিজ এলাকায় ভ্রমণকালে হাসপাতাল পরিদর্শন করবেন এবং সিটিজেন চার্টার প্রদর্শনের বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবেন। সভাপতি আরও বলেন যে, মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর সকল সিভিল সার্জনকে তাদের আওতাধীন সরকারি হাসপাতাল, কমিউনিটি ক্লিনিকে সিটিজেন চার্টার প্রদর্শনের বিষয়ে অফিস আদেশ জারি করবেন।	(১) স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের যুগ্মসচিব থেকে অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তাবৃন্দ বিভিন্ন জেলা/উপজেলা পরিদর্শনসহ নিজ এলাকায় ভ্রমণকালে হাসপাতাল পরিদর্শন করবেন এবং সিটিজেন চার্টার-এর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবেন। (২) মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট সিভিল সার্জন ও পরিচালক/তত্ত্বাবধায়ক বরাবর তাঁদের আওতাধীন সকল সরকারি হাসপাতাল, উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র ও কমিউনিটি ক্লিনিকে সিটিজেন চার্টার প্রণয়নক্রমে জনসাধারণের দৃষ্টিগোচর ও উন্মুক্ত স্থানে প্রদর্শনের বিষয়ে অফিস আদেশ জারি করবেন।	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
২.	প্রতিদিন স্টকে কি কি ঔষধ আছে তা প্রদর্শন।	জেলা/উপজেলার সকল পর্যায়ের হাসপাতাল/ক্লিনিক/উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্র/কমিউনিটি ক্লিনিকে প্রতিদিন স্টকে কি কি ঔষধ আছে এবং ঔষধের	(১) জেলা/উপজেলার সকল পর্যায়ের হাসপাতাল/ক্লিনিক/উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্র/কমিউনিটি ক্লিনিকে প্রতিদিন	

		পরিমাণ কতটুকু তা ডিজিটাল ব্যানারের মাধ্যমে প্রদর্শন করার বিষয়ে সভাপতি আলোকপাত করেন। জেলা/উপজেলা পর্যায়ের হাসপাতাল/ক্লিনিক/উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্র/কমিউনিটি ক্লিনিকে ঔষধের মজুদ ও সরবরাহ সংক্রান্ত তথ্য (রোগীর নাম, সংক্ষিপ্ত ঠিকানা ও রোগের বিবরণ) রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করার বিষয়টি সভায় আলোচনা করা হয়।	স্টকে কি কি ঔষধ আছে এবং ঐ ঔষধের পরিমাণ/সংখ্যা ডিজিটাল ব্যানারের মাধ্যমে প্রদর্শনসহ ঔষধ মজুদ ও সরবরাহ সংক্রান্ত তথ্য জনসাধারণের দৃষ্টিগোচর স্থানে প্রদর্শন করতে হবে। (২) এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা প্রদান করে মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর অফিস আদেশ জারি করবেন।	স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও সিভিল সার্জন
৩.	ঔষধ ও মেডিকেল ইকুইপমেন্ট ক্রয়ের ক্ষেত্রে দুর্নীতি ও অনিয়ম বন্ধ করার জন্য ইজিপিতে টেন্ডার আহ্বান, পিপিআর বিধান অনুসরণ এবং তা যথাযথভাবে প্রতিপালন নিশ্চিতকরণ।	ঔষধ ও মেডিকেল ইকুইপমেন্ট ক্রয়ের ক্ষেত্রে দুর্নীতি ও অনিয়ম বন্ধ করার জন্য ইজিপিতে টেন্ডার আহ্বান ও পিপিআর বিধান অনুসরণ সংক্রান্ত বিষয়ে সভাপতি বলেন যে, বর্তমানে এ সংক্রান্ত কোন জটিলতা নেই। System Develop করা হয়েছে। পিপিআর এর বিধান অনুসরণপূর্বক ইজিপিতে টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। তিনি আরো বলেন যে, ইতোমধ্যে সিএমএসডি যথাযথভাবে পিপিআর প্রতিপালনক্রমে ঔষধ ও মেডিকেল ইকুইপমেন্ট ক্রয়ে প্রায় ১২৪ কোটি টাকা সাশ্রয় করেছে।	ঔষধ ও মেডিকেল ইকুইপমেন্ট ক্রয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে ইজিপিতে টেন্ডার আহ্বান এবং পিপিআর বিধি ২০০৮ যথাযথভাবে প্রতিপালন করতে হবে।	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
৪.	প্রতিটি হাসপাতালে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ঔষধের তালিকা এবং সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ডায়াগনসিস পরীক্ষার মূল্য তালিকা জনসম্মুখে প্রদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ।	সভায় প্রতিটি হাসপাতালে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ঔষধের তালিকা ও সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ডায়াগনসিস পরীক্ষার মূল্য তালিকা ডিজিটাল ব্যানারের মাধ্যমে জনসাধারণের দৃষ্টিগোচর স্থানে প্রর্দশনের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়। সভাপতি জানান যে, এ বিষয়ে মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক সকল সরকারি হাসপাতালে ঔষধ ও ডায়াগনসিস পরীক্ষার মূল্য তালিকা জনসাধারণের দৃষ্টিগোচর স্থানে প্রদর্শনে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন।	ঔষধের তালিকা ও সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ডায়াগনসিস পরীক্ষার মূল্য তালিকা ডিজিটাল ব্যানারের মাধ্যমে জনসম্মুখে প্রর্দশন করার জন্য মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর অফিস আদেশ জারি করবেন এবং তা বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।	স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
৫.	সরকারি হাসপাতালে সংঘবদ্ধ দালালচক্রের উপর নজরদারীর লক্ষ্যে ভিজিটিং/মনিটরিং টিম গঠন করাসহ cctv তদারকি জোরদার করা এবং অপরাধী সনাক্ত হলে	সরকারি হাসপাতালে সংঘবদ্ধ দালালচক্রের বিষয়ে সভাপতি বলেন যে, অনেক ঠিকাদার আছে যারা চাকরি দেয়ার মিথ্যা প্রতিশ্রুতি বা চাকরি স্থায়ীকরণের প্রলোভন দেখিয়ে অনেকের কাছ থেকে বড় অঙ্কের টাকা আত্মসাৎ করে থাকে। সভাপতি এসব সংঘবদ্ধ দালালচক্রের বিরুদ্ধে বিভিন্ন মনিটরিং টিম গঠন ও পরিদর্শনসহ	(১) সরকারি হাসপাতালে সংঘবদ্ধ দালালচক্রের উপর নজরদারীর লক্ষ্যে বিভিন্ন মনিটরিং টিম গঠন ও পরিদর্শনসহ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (২) সরকারি হাসপাতালগুলোর সার্ভিসসমূহ অটোমেশন তথা ডিজিটাইজড করার জন্য একটি	

	তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।	আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। অতিরিক্ত সচিব (হাসপাতাল) জনাব মুহিবুর রহমান সভায় বলেন যে, তাঁর চাকরির দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতার আলোকে মনে করেন সকল সার্ভিস অটোমেশনের আওতায় আনা সম্ভব হলে এ জাতীয় সমস্যা দূরীভূত হবে। তিনি প্রস্তাব করেন যে, হাসপাতালের সকল সার্ভিস ডিজিটাইজড করার জন্য এ বিভাগ একটি অপারেশনাল প্ল্যান প্রণয়ন করতে পারে। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, বিভিন্ন হাসপাতালে ১৬-২০ তম গ্রেডে সরাসরি লোকবল নিয়োগ দেয়ার আদেশ জারি করা হলেও আউট সোর্সিং-এর মাধ্যমে লোকবল নিয়োগ দেয়া হয়। এতে প্রচুর অর্থ আত্মসাৎ এবং অনৈতিক লেনদেন হয়ে থাকে মর্মে অভিযোগ রয়েছে। সভাপতি মহোদয় বলেন, আউটসোর্সিং ভবিষ্যতে ডিজাষ্টার সৃষ্টি করতে পারে। এ বিষয়ে নতুনকরে চিন্তাভাবনা করতে হবে। নতুন নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে।	OP প্রণয়ন করতে হবে। (৩) ১৬-২০ তম গ্রেডে মন্ত্রণালয়ের জারিকৃত আদেশের প্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে সরাসরি নিয়োগ দিয়ে শূণ্যপদ পুরণ করতে হবে। (৪) আউট সোর্সিং নিরুৎসাহিত করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে নতুন করে চিন্তাভাবনা করা প্রয়োজন এবং নতুন নীতিমালা প্রণয়ন করে নিয়োগের ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করতে হবে।	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
৬.	প্রাইভেট/ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার স্থাপনে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অনুমোদন নেয়া। স্থায়ী চিকিৎসক/কর্মচারী ও কার্যনির্বাহী কমিটি রয়েছে কি না তা নিশ্চিত করা।	দেশের স্বাস্থ্য সেবা খাতে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে হলে দেশের যত্রতত্র বেসরকারি প্রাইভেট হাসপাতাল/ক্লিনিক স্থাপনে নীতিমালা প্রণয়ন করা প্রয়োজন। প্রাইভেট ক্লিনিক/ডায়াগনষ্টিক সেন্টার স্থাপনে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অনুমোদন ও দক্ষ টেকনিক্যাল জনবল আছে কিনা তা যাচাই করা প্রয়োজন।	বেসরকারি খাতে প্রাইভেট হাসপাতাল/ক্লিনিক স্থাপনে নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে।	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
৭.	দেশের বিভিন্ন স্থানে নকল ঔষধ কারখানায় উৎপাদিত নিম্নমানের ঔষধ যা জনস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক হুমকিস্বরুপ। নকল ঔষধ কারখানা বন্ধের জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন একটি সারভিল্যান্স টিম গঠন করা প্রয়োজন। তথ্য পাওয়া গেলে তাৎক্ষণিক সিলগালা	(১) সভাপতি বলেন যে, নকল ঔষধ তৈরীর কারখানায় উৎপাদিত নিম্নমানের ঔষধ উৎপাদন বন্ধ করা জরুরী। তিনি বলেন যে, নকলকারকগণ দামী ঔষধগুলো নকল ও সরবরাহ করে। এ বিষয়ক মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে এবং এসব নকল ঔষধ কারখানা চিহ্নিত করে তাৎক্ষণিক সিলগালা করতে হবে। (২) অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, ঢাকার অনেক এলাকায় রাস্তায়	(১) মোবাইল কোর্ট এর মাধ্যমে নকল ঔষধ তৈরীর কারখানা চিহ্নিত করে নিম্নমানের ঔষধ উৎপাদন বন্ধ করতে হবে। (২) সঙ্গে সঙ্গে এসব প্রতিষ্ঠান সিলগালাসহ প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সকল মালিক/কর্মকর্তা/কর্মচারীর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিতে হবে।	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

	করে জেল জরিমানাসহ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ।	নিচে/আন্ডারগ্রাউন্ডে এসব নকল ঔষধ তৈরীর কারখানা রয়েছে। সেগুলো চিহ্নিত করে সিলগালাসহ এসব প্রতিষ্ঠানের মালিক/কর্মকর্তা/কর্মচারীসহ সবার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।		
৮.	চিকিৎসকদের একটি সুনির্দিষ্ট বদলী নীতিমালা প্রণয়ন। প্রত্যেক স্টেশনে চিকিৎসকদের অবস্থান ব্যাধ্যতামূলক করা।	সভাপতি বলেন যে, সিভিল সার্জন, UHFPO পদগুলো প্রশাসনিক পদ। বদলী নীতিমালায় এসব পদে নিয়োজিতদের নিজ জেলায় পদায়ন করার সুযোগ রাখা যাবে না। চিকিৎসকদের একটি সুনির্দিষ্ট বদলী নীতিমালা প্রণয়ন ও প্রত্যেক স্টেশনে চিকিৎসকদের অবস্থান বাধ্যতামূলক করার বিষয়ে তিনি গুরুত্বারোপ করেন।	(১) সরকারি চিকিৎসকদের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট বদলী নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে। (২) CS ও UHFPO এর পদ প্রশাসনিক। তাদেরকে নিজ জেলায় পদায়ন করা যাবে না।	স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
৯.	ডাক্তারদের প্রেসক্রিপশন পরিচ্ছন্ন ও পাঠযোগ্য করা।	ডাক্তারদের প্রেসক্রিপশন পরিচ্ছন্ন ও পাঠযোগ্য করার বিষয়ে সভাপতি বলেন যে, ডাক্তারদের প্রেসক্রিপশন রোগী পড়তে বা বুঝতে পারেন না। এমনকি ফার্মেসীর লোকজনও বোঝেন না যে ডাক্তার কি ঔষধের নাম লিখেছেন। এতে রোগী সঠিক ঔষধ ক্রয়ে বিভ্রান্ত হতে পারেন। তাই চিকিৎসকগণের পরিষ্কারভাবে প্রেসক্রিপশন লেখা দরকার, প্রয়োজনে কম্পিউটারে টাইপ করে প্রেসক্রিপশন দেয়া যেতে পারে।	(১) চিকিৎসকগণের লিখিত প্রেসক্রিপশন পরিচ্ছন্ন ও পাঠযোগ্য হতে হবে। সে জন্য নির্দেশনা প্রদান করতে হবে। প্রেসক্রিপশন কম্পিউটারে টাইপ করে দেয়ার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করতে হবে। (২) এ বিষয়ে মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর একটি নির্দেশনাপত্র জারি করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।	স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
১০.	ডাক্তারদের প্রাইভেট প্র্যাকটিসের চিকিৎসা ফি নেয়ার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন।	এ বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার রোগীদের আর্থিক অবস্থা বিবেচনায় একটি গ্রহণযোগ্য ও সহনশীল চিকিৎসা ফি নীতিমালা প্রণয়ন প্রয়োজন।	চিকিৎসকগণের প্রাইভেট প্র্যাকটিসের চিকিৎসা ফি নেয়ার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে।	স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
১১.	ঔষধ কোম্পানীর প্রতিনিধির কাছ হতে উপঢৌকন গ্রহণ বন্ধ করা।	সভাপতি বলেন যে, ঔষধ কোম্পানীর প্রতিনিধির কাছ হতে উপঢৌকন গ্রহণ বন্ধ করার লক্ষ্যে রিপ্রেজেনটেটিভদের দৌরাত্ম্য কমাতে হবে এবং হাসপাতাল হতে অনেক দূরে তাদের অবস্থান নিশ্চিত করতে হবে। এ সব রিপ্রেজেনটেটিভদের কারণে অনেক রোগী হয়রানির শিকার হন। এদের উপঢৌকনের লোভে অনেক চিকিৎসক রোগীদের সঠিক ঔষধ প্রদান করেন না।	(১) ঔষধ কোম্পানীর প্রতিনিধির কাছ হতে উপঢৌকন গ্রহণ বন্ধ করাসহ রিপ্রেজেনটেটিভদের দৌরাত্ম্য কমাতে হবে। (২) হাসপাতাল হতে অনেক দূরে তাদের অবস্থান নিশ্চিত করতে হবে। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এ বিষয়ে নির্দেশনাপত্র জারি করবেন।	স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
১২.	রোগীদের ল্যাব এবং প্যাথলজিক্যাল পরীক্ষার জন্য	সভায় মতামত ব্যক্ত করা হয় যে, চিকিৎসার ক্ষেত্রে এটি নৈতিকতা পরিপন্থি। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এ ধরনের	রোগীদের ল্যাব এবং প্যাথলজিক্যাল পরীক্ষার জন্য চিকিৎসগণ সুনির্দিষ্ট	

	ডাক্তারদের সুনির্দিষ্ট ল্যাব/ডায়াগনস্টিক সেন্টার হতে পরীক্ষার জন্য পরামর্শ প্রদান বন্ধ করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।	কর্মকান্ড দূরীকরণে পরীক্ষা নিরীক্ষান্তে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। প্রয়োজনে একটি নির্দেশিকা প্রণয়ন করে সরকারী চিকিৎসকগণের মধ্যে বিতরণ করা যেতে পারে।	ল্যাব/ডায়াগনস্টিক সেন্টার রেফার করবেন না। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এটি দূরীকরণে পরীক্ষা নিরাক্ষান্তে একটি নির্দেশিকা প্রণয়ন করে সকল চিকিৎসকগণের নিকট প্রেরণ করবে।	স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
১৩.	প্রতিটি ইউনিয়নে স্বাস্থ্য মেলার আয়োজন করা।	স্বাস্থ্য মেলার আয়োজন সম্পর্কে সভাপতি বলেন যে, প্রতিটি উপজেলা পর্যায়ে স্বাস্থ্য মেলার আয়োজন করতে হবে। উক্ত মেলায় ইউনিয়ন পর্যায়ের সবাই অংশগ্রহণ করবে। কোথায় কি কি স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হয় তা স্বাস্থ্য মেলায় প্রদর্শন করতে হবে যাতে সাধারণ জনগন স্বাস্থ্য সেবা সম্পর্কে সঠিকভাবে অবহিত হতে পারেন।	প্রতিটি উপজেলা পর্যায়ে স্বাস্থ্য মেলার আয়োজন করতে হবে। সরকারের স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করতে হবে।	স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও সিভিল সার্জন
১৪.	সকল নাগরিকের জন্য স্বাস্থ্য বীমা চালুকরণ এবং বেসরকারি খাতকে সম্পৃক্তকরণ।	উন্নত দেশে নাগরিকগণের স্বাস্থ্য বীমা রয়েছে। আমাদের দেশে এটি চালু করা প্রয়োজন। এখন থেকে এ বিষয়ে পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন। এতে সমীক্ষা, গবেষণা ইত্যাদির আবশ্যকতা রয়েছে।	সকল নাগরিকের জন্য স্বাস্থ্য বীমা চালুকরণের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ ও পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
১৫.	স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে ভেঙ্গে স্বাস্থ্য সেবা অধিদপ্তর ও স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর নামে পৃথক দুটি অধিদপ্তর করা।	স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পরিবর্তে স্বাস্থ্য সেবা অধিদপ্তর করার বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। সভাপতি মহোদয় বলেন যে, অধিদপ্তরের ইংরেজী ভার্সন DGHS (Director General of Health Services)-এ সেবা শব্দটি রয়েছে। তাই স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পরিবর্তে স্বাস্থ্য সেবা অধিদপ্তর নামকরণ করা যেতে পারে। এ বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বরাবর একটি সার-সংক্ষেপ প্রেরণ করা যেতে পারে।	স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পরিবর্তে স্বাস্থ্য সেবা অধিদপ্তর নামকরণ করার বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বরাবর একটি সার-সংক্ষেপ প্রেরণ করতে হবে।	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
১৬.	চিকিৎসা শিক্ষার মানোন্নয়ন বিশেষত বেসরকারি মেডিকেল কলেজ, নার্সিং কলেজ, প্যারামেডিক ইনস্টিটিউটের মানোন্নয়ন।	এই সুপারিশটি স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের জন্য প্রযোজ্য।	-	-
১৭.	চিকিৎসকদের ব্যবস্থাপত্রে ঔষধের জেনেরিক নাম লেখা বাধ্যতামূলক করা।	এ বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। ব্যবস্থাপত্রে ঔষধের জেনেরিক নাম লেখা আবশ্যক মর্মে মতামত ব্যক্ত করা হয়।	মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর চিকিৎসকদের ব্যবস্থাপত্রে ঔষধের জেনেরিক নাম লিখা বাধ্যতামূলক করার জন্য অফিস আদেশ জারি করবেন।	স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
১৮.	ইন্টার্নশীপ এক বছর থেকে বাড়িয়ে দুই	সভাপতি বলেন যে, একজন মেডিকেল গ্রাজুয়েট তার গ্রাজুয়েশন সমাপ্তির পর	মেডিকেল গ্রাজুয়েটদের জন্য ইন্টার্নশীপ ট্রেনিং প্রোগ্রাম নীতিমালা	

	বছর করা এবং বর্ধিত এক বছর উপজেলা পর্যায়ের হাসপাতালে অবস্থান বাধ্যতামূলক করা।	ইন্টার্নশীপ সম্পন্ন করেন। বর্তমানে প্রত্যেক মেডিকেল গ্রাজুয়েট এক বছর মেয়াদে ইন্টার্নশীপ সম্পন্ন করেন। ইন্টার্নশীপ ট্রেনিং প্রোগ্রামের জন্য নীতিমালা প্রণয়ন করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ একটি খসড়া প্রণয়ন করেছে।	প্রণয়ন করা আবশ্যক।	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
১৯.	উপজেলা পর্যায়ে কাজ না করলে উচ্চ শিক্ষার অনুমতি না দেওয়া।	এ বিষয়ে সভাপতি বলেন যে, যে সব চিকিৎসক উপজেলা পর্যায়ে ন্যূনতম ০২ (দুই) বছর কাজ করবেন না তাদের উচ্চশিক্ষার জন্য অনুমতি দেয়া যাবে না। এটি বাধ্যতামূলক করা প্রয়োজন মর্মে সভায় মতামত ব্যক্ত করা হয়।	সকল চিকিৎসকগণ উপজেলা পর্যায়ে বাধ্যতামূলকভাবে ০২ (দুই) বছর কাজ করবেন। অন্যথায় তাদের উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে অনুমতি প্রদান করা হবে না।	স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
২০.	সকল হাসপাতালে জরুরী হটলাইন, পরামর্শ ও অভিযোগকেন্দ্র এবং যোগাযোগের সার্বক্ষণিক ব্যবস্থা রাখা।	জরুরী প্রয়োজনে জনগণ যাতে স্বাস্থ্য সেবা পেতে পারে এ জন্য সকল হাসপাতালে জরুরী হটলাইন নম্বর, পরামর্শ ও অভিযোগ কেন্দ্র স্থাপন করার বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। বর্তমান ICT'র যুগে এটি অত্যাবশ্যক এবং বাস্তবায়নযোগ্য মর্মে অভিমত ব্যক্ত করা হয়।	সকল সরকারি হাসপাতালে জরুরী হটলাইন, পরামর্শ ও অভিযোগ কেন্দ্র স্থাপন এবং তা সংশ্লিষ্ট হাসপাতালের স্ব-স্ব ওয়েবসাইটে আপলোড করার জন্য মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর অফিস আদেশ জারি করবেন।	স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
২১.	সরকারি অফিস পরিদর্শনকালে সরকারি বরাদ্দ বহির্ভূত আপ্যায়ন প্রথা সম্পূর্ণ বন্ধ রাখা।	সভাপতি বলেন যে, সরকারি অফিস পরিদর্শনকালে সরকারি বরাদ্দ বহির্ভূত আপ্যায়ন বন্ধ করতে হবে। এসব আপ্যায়ন ও উপহার প্রদান সম্পূর্ণ অনৈতিক।	সরকারি অফিস পরিদর্শনকালে সরকারি বরাদ্দ বহির্ভূত আপ্যায়ন প্রথা সম্পূর্ণ বন্ধ করতে হবে। মহাপরিচালক এ বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।	স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
২২.	চিকিৎসকদের জন্য প্রতি তিন মাস অন্তর নৈতিকতাভিত্তিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রাখা।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনামতে চিকিৎসকদের জন্য প্রতি তিন মাস অন্তর নৈতিকতাভিত্তিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রাখতে হবে। ডাক্তারদের শুদ্ধাচারের উপর প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক করতে হবে। সভাপতি বলেন যে, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ প্রজাতন্ত্রের সকল কর্মচারীর জন্য প্রতি অর্থবছরে ৬০ ঘন্টা প্রশিক্ষণ গ্রহণ বাধ্যতামূলক করেছে। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে তা বাস্তবায়ন করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এছাড়াও জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল পরিকল্পনায় সকল কর্মচারীকে নৈতিকতার উপর প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য বাধ্যবাধকতা রয়েছে। উদ্ভাবনী সেবা প্রদানের জন্য জাতীয়ভাবে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় পুরস্কার প্রদান করে থাকে। সকল প্রতিষ্ঠানের Performance ও নৈতিকতার ভিত্তিতে একজন কর্মকর্তা ও একজন	(১) চিকিৎসকদের জন্য প্রতি তিন মাস অন্তর নৈতিকতাভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও শুদ্ধাচার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। ইনোভেটিভ ও জনসাধারণের সেবা সহজীকরণের জন্য তাদের উৎসাহিত করতে হবে এবং পুরস্কার প্রদান করতে হবে (২) প্রত্যেক সরকারি হাসপাতালে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, সিটিজেন চার্টার, ইনোভেশন এবং তথ্য অধিকার আইন অর্থাৎ five tools বিষয়ে কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর নির্দেশনা জারি করবেন এবং প্রশিক্ষণসহ অন্যান্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

		কর্মচারীকে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়ে থাকে। সরকারী চিকিৎসকগণকে এ সব বিষয়ে অবহিত হতে হবে। সে জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ অপরিহার্য।		

স্বাক্ষরিত/-
২০.০৯.২০২০ খ্রি.
(মো. আবদুল মান্নান)
সচিব
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

নং-৪৫.০০.০০০০.১৪০.২৭.০০১.১৭- ১২৪২

তারিখ:- ২০.০৯.২০২০ খ্রি.

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হল (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. চেয়ারম্যান, দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা [দৃ:আ:- জনাব মোঃ জহিরুল ইসলাম, পরিচালক (দৈনিক ও সাম্প্রতিক অভিযোগ সেল)]।
২. অতিরিক্ত সচিব (সকল), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৩. মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর/ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর/নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর/স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট, ঢাকা।
৪. যুগ্মসচিব (সকল), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৫. প্রধান প্রকৌশলী, স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, মতিঝিল, ঢাকা।
৬. পরিচালক (স্বাস্থ্য),.....সকল বিভাগ।
৭. উপসচিব (সকল), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৮. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৯. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
১০. সিভিল সার্জন,.....জেলা (সকল)।
১১. সিস্টেম এনালিস্ট, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

২০/০৯/২০২০
(জাকিয়া পারভীন)
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৭৭৯৮৫
admin1@hsd.gov.bd